মুক্ত বাতাসের খোঁজে

লস্ট মডেস্টি

মুক্ত বাতাসের খোঁজে

লস্ট মডেস্টি

সম্পাদনা
আসিফ আদনান

শার'ঈ সম্পাদনা
শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ০৯

সম্পাদকের কথা ১০

অভিমত ১৪

পোকামাকড়ের আগুনের সাথে সন্ধি ১৬

অনিবার্য যত ক্ষয়

মাদকের রাজ্যে ২৫

চোরাবালি ৩০

হস্তমৈথুন : বিজ্ঞানের আতশ কাচের নিচে ৩২

১০৮ টি নীলপদ্ম ৪১

মৃত্যু? দুই সেকেন্ড দূরে! ৫৪

নীল রঙের অন্ধকার ৭১

অদ্ভুত আঁধার এক! ৭৮

পর্দার ওপাশে ৮২

অঙ্গার ৯৩

মিথ্যের শেকল যত ১১৫

বৃত্তের বাইরে

লিটমাস টেস্ট : যেভাবে বুঝবেন আপনি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ১৩০

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত... ১৩৩

ব্রেক দ্য সার্কেল ১৩৭

ফাঁদ ১৪০

তবু হেমন্ত এলে অবসর পাওয়া যাবে... ১৭২

দু'আ তো করেছিলাম ১৮৪

ও যখন পর্ন-আসক্ত ১৮৬

আমাদের সন্তান পর্ন দেখে! ১৯৫

বিষে বিষক্ষয় ২০৭

আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেবো ২১২

রূপকথা নয়! ২১৭

ভাই আমার... ২২৩

মুক্ত বাতাসের খোঁজে... ২২৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। "মুক্ত বাতাসের খোঁজে"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হচ্ছে। অল্প সময়ে বইটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণের ব্যাপারে পাঠকদের যে আগ্রহ ও চাহিদা দেখা গেছে, তা আমাদের ধারণাতীত ছিল। তবে এসবই শত সহস্র মাইল যাত্রার প্রথম কয়েক কদম কেবল। ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রচেষ্টা ছাড়া পর্নোগ্রাফি নামক নীরব মহামারির মোকাবেলা প্রায় অসম্ভব। তাই আমরা আশা করি "মুক্ত বাতাসের খোঁজে"—এর বার্তাটি পরিচিতদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পাঠক সাধ্যমত চেষ্টা করবেন, আর নিঃসন্দেহে সাফল্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

প্রথম সংস্করণের কিছু বানান ও মুদ্রণজনিত ভুল এ সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। যোগ করা হয়েছে কিছু রেফারেন্স। এছাড়া পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ অনুযায়ী পৃষ্ঠাসজ্জা ও বিন্যাসগত কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী ও সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ এর ওপর, তাঁর পরিবারের ওপর, তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

আসিফ আদনান

রজব ১৪৩৯, মার্চ ২০১৮

কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গিয়েছি...

এই তো কয়েকদিন আগেই হাফপ্যান্ট পড়া দশ বছরের কোঁকড়া চুলের এক বালক তার স্কুলমাঠের কড়ই গাছের নিচে বসে নদীর দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকত। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ত দলবেঁধে অনেক দূর পাড়ি দেয়া ঢেউ। মাঝে মাঝে সে ঢেউ গোনার ব্যর্থ চেষ্টা করত। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলত একটু পরেই। আবার উদাস হয়ে তাকাত নদীর দিকে। কখনো-বা আকাশের দিকে। দুপুরের বৃষ্টিভেজা রোদে মাঝে মাঝে একটা সোনালি ডানার চিল উড়ে বেড়াত। করুণ সুরে ডেকে উঠত হঠাৎ হঠাৎ। বালক আরও উদাস হয়ে যেত।

কখনো কখনো বালক স্কুল থেকে ঘরে ফেরার সময় অবাক হয়ে দেখত, আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। বালকের ছাতা ছিল না। কাজেই সেই ঝুম বৃষ্টির কবল থেকে বইখাতা বাঁচাতে এক হাতে স্যান্ডেল আর এক হাতে বই নিয়ে ভোঁ দৌড় দিত। মাঝে মাঝে রাস্তার কাদায় পিছলে পড়ে যেত। কাদামাখা ভূত হয়ে ফিরত বাসায়। মা ব্যর্থ চেষ্টা করত আঁচল দিয়ে মাথা মুছে দেয়ার। মায়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বালক দৌড়ে লাফিয়ে পড়ত পুকুরে। পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা অদ্ভুত শব্দ করত। বালক অবাক হয়ে শুনত সে শব্দ। দীর্ঘ সময় পুকুরে দাপাদাপি করার পর চোখ লাল করে সে ফিরত। মা আঁচল দিয়ে মাথা মুছে দিত। শান্ত ছেলের মতো পুঁটি মাছের ভাজি দিয়ে গোগ্রাসে গরম ধোঁয়াওঠা ভাত গিলে, গল্পের বই নিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ত বালক।

টিনের চালে তখন একটানা বৃষ্টি পড়ত। বাইরে সজনে গাছটা উড়ে চলে যেতে চাইত হাওয়ার সাথে। কলাগাছের পাতায় চলত বাতাসের দাপাদাপি। বালক গল্পের বইয়ে ডুবে যেত। দুষ্টু বাবার কবল থেকে নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে হাকল বেরি ফিন... সে কি নিরাপদে পালাতে পারবে? না ওর বাবা ওকে ধরে ফেলবে? টান টান উত্তেজনা! একসময় ঘুমিয়ে পড়ত বালক। ঘুমের ঘোরেই ভয় পেত বিদ্যুৎ চমকানোর শব্দে। মা মাঝেমধ্যে পাশে এসে শুয়ে থাকত। ঘুমের ঘোরে সে জড়িয়ে ধরত তার মায়ের গলা—এই পৃথিবীতে তার সবচেয়ে আপন মানুষটিকে...

এখনো সেই কড়াই গাছটার নিচে বহুপথ পাড়ি দিয়ে আসা ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে। সেই কড়াই গাছের নিচে বসে আজ কেউ কি ঢেউ গোনে? সেই নিঃসঙ্গ চিলটা আজও

হয়তো কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। এখনো আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসে। টিনের চালে এখনো বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টির সেই শব্দ কি কেউ কান পেতে শোনে?

আমাদের প্রজন্মটাই বোধহয় সর্বশেষ প্রজন্ম যারা আবহমান বাংলার ক্ল্যাসিকাল শৈশব, কৈশোরের স্বাদ কিছুটা হলেও পেয়েছিল। অলৌকিক,নিষ্পাপ, মানবিক। একই পাড়ার সব ছেলেমেয়ে যেন সবাই নিজেদেরই ভাই-বোন। হই-হল্লোড়, পুকুরে দাপাদাপি, চৈত্রর দুপুরে পায়ে পায়ে ঘোরা, আমচুরি, আচারচুরি, আখচুরি, গোল্লাছুট, রূপকথার আসর... এক অদ্ভুত সরলতায় জড়িয়ে ছিল আমাদের শৈশব। শৈশবকে বিদায় জানিয়ে কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে যখন পৌঁছালাম আমরা, তখন থেকেই যেন সুপারসনিক গতিতে অধঃপতনের দিকে যাত্রা শুরু হলো এই সভ্যতার। আসলে অধঃপতন শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, আমরা তখন টের পেলাম। অদ্ভুত এক আঁধারে ছেয়ে গেল এই বুড়ো পৃথিবী। ডিশ এন্টেনা আকাশ থেকে নামিয়ে আনল অভিশাপ, ড্রয়িং রুমে বাড়তে থাকল বোকা বাক্সের বোকামি। হাইস্পিড ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোন, প্রযুক্তির বিষাক্ত প্রলোভনে ঠেলে দেয়া হলো আমাদের কোনো নির্দেশনা ছাড়াই। অক্টোপাসের মতো শক্তিশালী শুঁড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল এই নব্য 'দানো'। আমরা হারাতে থাকলাম শৈশব-কৈশোরের মৌলিক উপাদান; খেলার মাঠ, পুকুর, নদী, অখন্ড অবসর। আকাশছোঁয়া দালানগুলো অনুপ্রবেশ করল আমাদের স্বাধীনতার আকাশে। ভূমিদস্যু, কারখানা, ব্রয়লার ফার্ম, মাছচাষীরা কেড়ে নিল আমাদের জলাভূমি। শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা, অভিভাবকদের অসুস্থ মানসিকতা কেড়ে নিল আমাদের অবসর। আমরা যাব কোথায়? উঠোনকোণের জায়গাটুকুও তো নেই!

যে জীবন ছিল ঘাসফুল আর মাতৃসম রুপালি জলের ঘ্রাণ নেয়ার, ফাগুনের অনন্ত নক্ষত্রবীথির নিচে দাঁড়িয়ে তারা গোনার, ফড়িং আর প্রজাপতির পেছনে দৌড়ে বেড়ানোর, যে জীবন ছিল আলিফ লায়লা আর সিন্দাবাদের, যে জীবন ছিল ফাঁদ পেতে শালিক ধরার, পুকুরে বড়শি ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার, যে জীবন ছিল রূপকথার খেলাঘরে হারিয়ে যাবার, সেই জীবনে ভর করল অনেক জটিলতা, অস্থিরতা। অনাবিষ্কৃত আকাঙ্ক্ষাগুলো একে একে আবিষ্কৃত হলো, সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো বিকৃত উপায়ে পূরণ করে দিতে এগিয়ে এল প্রযুক্তি।

আমরা ভাঙতে থাকলাম। আমরা হারিয়ে গেলাম ভুল স্রোতে।

এক আকাশ শ্রাবণের সঙ্গে আজীবন সখ্যতা হলো আমাদের।

আমরা নষ্ট হলাম।

দুই.

সাঁই সাঁই করে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার মতো বাসটা উড়ে চলছিল কালো পিচে মোড়ানো প্রশস্ত রাজপথের বুকের ওপর দিয়ে। জানালার পাশের সিটে বসেছিলাম। বাতাসে উড়ছিল মাথার কোঁকড়া চুল। পথের পাশের বাবলার গাছ, ভাঁটফুল, নাম না-জানা জংলি লতার নীল নীল ফুল, আর ১১ কেভি ইলেক্ট্রিক লাইনের পুল, সবকিছু নিমেষেই হারিয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে। বাসের ভেতরে নীরবতা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। একটু আগেও বেশ হইচই হচ্ছিল। আমার আশেপাশে বসেছিল পনেরো-ষোলো বছর বয়সের বেশ কয়েকজন কিশোর। কেউ গল্প করছিল, কেউ উদাস হয়ে বাইরে চেয়ে ছিল, কেউ কেউ সিটে বা এর ওর ঘাড়ে মাথা রেখে মুখ হা করে ঘুমাচ্ছিল। শেষের ছেলেগুলো বেশ ক্লান্ত। একটু আগেও হাই ভলিউমে "বুরখা পড়া মেয়ে পাগল করেচ্চে" টাইপ গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জটলা বেঁধে কী নাচটাই না এরা নাচছিল। এ রকম নাচ দেখার সৌভাগ্য (না দুর্ভাগ্য?) আগে কখনো হয়নি। তবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে আফ্রিকান গহীন অরণ্যের কিছু জংলিদের নাচ দেখেছিলাম। সেই নাচের সাথে এই ছেলেগুলোর নাচের বেশ মিল আছে! যাই হোক ছেলেগুলো আমার বন্ধু, আমরা সবাই একই ক্লাসে পড়তাম। স্কুল থেকে আমরা বনভোজনে যাচ্ছিলাম মুজিবনগর। বসন্তের এক অসহ্য সুন্দর দিন ছিল সেটি।

সামনের সিটগুলোতে স্যারেরা বসেছিলেন। তাদের ঠিক পেছনেই জটলা বেঁধে বসেছিল ছেলেদের এবং মেয়েদের কয়েকজন। বাস থেকে নামার পরে বেশ কয়েকজনের মুখে শুনলাম, এই ছেলেমেয়েগুলো বাসের মধ্যে প্রায় পুরোটা রাস্তা একসাথে মোবাইলে পর্ন দেখেছে! প্রচন্ড রকমের বিস্মিত হয়ে ছিলাম সেদিন। তারপর আস্তে আস্তে এ রকম অনেক ঘটনা দেখে বিস্মিত হতে হতে আমার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল।

আমি জানলাম আমার স্কুলের সবচেয়ে সেরা বন্ধু ভয়ঙ্কর রকমের পর্ন-আসক্ত। কলেজে আমার পাশে বসা ছেলেটার হার্ডডিস্ক ভর্তি পর্ন। পেছনের বেঞ্চের ছেলেটা সারা রাত মোবাইলে পর্ন দেখে আর ক্লাসে এসে ঘুমায়। কাছের একজন বন্ধু, খুবই ভদ্র, লাজুক ছেলে, পর্ন-আসক্তির কারণে প্রচন্ড নির্লজ্জ হয়ে উঠল। আমি দেখলাম ক্লাস রুমের দরজা আটকে স্কুলের বন্ধুরা পর্ন দেখছে, কলেজের বন্ধুরা মোবাইলের লাউডস্পিকারে পর্ন ছেড়ে দিয়ে ম্যাডামকে বিরক্ত করছে, ম্যাডামদের নিয়ে রসালো আলাপে পার করে দিচ্ছে টিফিনের সময়টা। ফেসবুকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে ট্রল বানাচ্ছে। ভার্সিটির র‍্যাগিং এ নবাগত ছাত্রদের পর্নস্টারদের অনুকরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। পাশের রুমের ভদ্র ছেলেটাও যখন কলেজের ব্যাগে চটিগল্পের বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নামাজে যাওয়া ছেলেটাও যখন রুমমেটের সঙ্গে পর্নস্টারদের নিয়ে মজা করে, তখন আমি কি আর বিস্মিত হব?

খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম ২০১১ সালের রমাদ্বানে। ২৭ শে রমাদ্বানের রাতে গ্রামের মসজিদে গিয়েছিলাম। নামাজ পড়ার মাঝে বিরতিতে খেয়াল করলাম বারো-তেরো বছরের কিছু ছেলে মসজিদের বাইরের উঠোনের আমগাছের নিচে বসে জটলা বেঁধে মোবাইলে পর্ন দেখছে। হাতেনাতে ধরা। ইয়া আল্লাহ্! রমাদ্বান মাসে! ২৭ শে রমাদ্বানের রাতে! লা হাওলা ওয়ালা কুউ'আতা ইল্লাহ বিল্লাহ!

ভার্সিটিতে আমি নিজে অনেক অনুনয় বিনয় করে কয়েকজনকে রাজি করাতে পেরেছিলাম হার্ডডিস্ক পরিষ্কার করতে। এদের কারও কারও হার্ডডিস্কে শত গিগাবাইটের ওপরে পর্ন ছিল! আমরা যখন বেড়ে উঠেছি তখনো বাংলাদেশে মোবাইল, ইন্টারনেট সহজলভ্য ছিল না।

তখনই এ রকম ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল!

এখন কী অবস্থা হতে পারে চিন্তা করে দেখুন একবার!

তিন.

পৃথিবীর এখন গভীর, গভীরতর অসুখ। আজকের মতো অসভ্য অশ্লীল কলুষিত বাতাস হয়তো পৃথিবীর শত সহস্র বছরের ইতিহাসে আর কখনো প্রবাহিত হয়নি। পর্ন ভিডিওর কথা ছেড়েই দিলাম[১], টিভি বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, ম্যাগাযিন, মুভি, মিউযিক, আইটেম সং, সাহিত্য, কবিতা সবকিছুই আজ চরম যৌনায়িত। সবখানেই কেবল নারীকে পণ্য করা, নারীর দেহকে পুঁজি করা। নারী-পুরুষের পবিত্র ভালোবাসা আজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে পশুর মতো যততত্র যার-তার সাথে দৈহিক মিলনে। পুরুষরা আজ আর নারীদের চোখের তারায় ভালোবাসা খোঁজে না, তারা ভালোবাসা হাতড়ে বেড়ায় নারীর শরীরের ভাঁজে। সমকাম আর অজাচারের (না'উযুবিল্লাহ) মতো জঘন্য বিষয়গুলোও আজ মানবাধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এ রকম এক প্রতিকূল পরিবেশে কী এক অস্থিরতার মধ্যে কিশোর, তরুণদের দিন কাটাতে হয়, সেটা আমাদের আগের প্রজন্ম কখনো ঠিকমতো বুঝতে পারবে কি না সন্দেহ!

আমাদের বাবা-মারা হয়তো কখনোই জানতে পারবেন না, তাদের আদরের, নিরীহ, ভদ্র ছেলেটার পিসির হার্ডডিস্কের শত শত গিগাবাইট পর্ন ভিডিও দিয়ে বোঝাই! বাবা-মারা কি আদৌ বিশ্বাস করতে পারবেন, আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে দলবেঁধে পর্ন ভিডিও দেখে? বিয়ের আগেই শারীরিক অন্তরঙ্গতা এদের কাছে ডালভাত, গ্রুপ সেক্সও খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার? যে ছেলেটার দুধের দাঁতও

---

[১] Internet Pornography Statistics- http://www.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics/